দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...29 SEP 2007...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

82 Report

ডিগ্রী কলেজের তৃতীয় শিক্ষকরা পাঁচ বছরেও এমপিওভুক্ত হতে পারেননি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ সমস্ত নিয়মকানুন মেনে বৈধভাবে নিয়োগ পেয়ে গত পাঁচ বছরে এমপিওভুক্ত হতে পারেননি দেশের ডিগ্রী কলেজের তৃতীয় শিক্ষকরা। এমপিওভুক্তি না হওয়ায় তারা সরকারী বেতন-ভাতাও পাচ্ছেন না।এতে কয়েক হাজার শিক্ষক এখন পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কারও কারও চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাওয়ায় অন্যত্র চাকরি খোঁজার সুযোগটুকু পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কোন কোন শিক্ষক আদালতের আশ্রয় নিচ্ছেন। কারও কারও পক্ষেও রায় হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন বলেছেন, মূলত আইনের কারণেই এই শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। রিট করে তো শিক্ষকরা জিতে যাচ্ছেন তখন কি করবেন. জানতে চাইলে মাউশি ডিজি বলেন, তখন আমাদের কিছুই করার নেই। তবে এভাবে যদি এমপিওভুক্ত হয়ে যায় তবে সরকারের বাজেট সেভাবেই বাড়াতে হবে।

জানা গেছে, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশবলে দেশের ডিগ্রী কলেজগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে তৃতীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। সারাদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় কয়েক হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। বেতন পাবেন, ভাতা পাবেন, সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাবেন এই চিন্তা নিয়েই স্নাতকোত্তর, শেষ করে মহান শিক্ষকতা পেশায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা। অনেকে আবার ডোনেশন বাবদ লাখ লাখ টাকা দিয়ে শিক্ষক হয়েছেন। কিন্তু গত পাঁচ বছরেও তাঁরা এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। এমপিওভুক্ত না হওয়া মানে সরকারী বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। সরকারও এদের এমপিওভুক্তির ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বলতে গেলে কলেজের সামান্য টাকা ছাড়া বিনাশ্রমেই সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। আশা একটাই হয়ত এমপিওভুক্তি হবেন।

নেত্রকোনা আবু আব্বাস কলেজের ভুক্তভোগী এক শিক্ষক বলেন, ২০০২ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও এখন পর্যন্ত কোন বেতন-ভাতা পাইনি।এ অবস্থায় পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছি। শুধু তাই নয় সামাজিকভাবেও হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। আশার স্বপ্ন দেখতে দেখতে দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও অধিক সময় ধরে এমপিওভুক্ত নামের সোনার হরিণকে খুঁজতে খুঁজতে এখন ক্লান্ত হয়ে গেছি। এতে ক্লাসেও মন ঠেকে না। বর্তমান নিদর্লীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে বিনীত আবেদন—তাঁরা যেন এমপিওভুক্তি করে হাজার হাজার শিক্ষককে মানবিধ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। এতে কেবল শিক্ষকরাই উপকৃত হবেন না; শিক্ষার্থীরাও বাড়তি সেবা পাবে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, কোন কোন কলেজে তৃতীয় শিক্ষকও অনিয়ম করে এমপিওভুক্তি হয়ে গেছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বলেছেন আগে অনেক কিছুই হয়েছে। কিন্তু তাঁর আমলে জানা মতে কোন অনিয়ম হয়নি।